সংবাদ

তারিখ 04 OCT 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

জাতীয়তাবাদী ভিসির কর্মকাণ্ড

জগন্নাথ কলেজ ভার্সিটি হয়েছে কিন্তু কমে গেছে ছাত্র সংখ্যা

বাকী বিল্লাহ

জগন্নাথ কলেজ ভার্সিটি হয়েছে কিন্তু কমে গেছে ছাত্রদের পড়াশোনার সুযোগ। জাতীয়তাবাদী ভিসি ও তার প্রশাসনের দাপটে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রার শুরুতেই কার্যক্রম ভেঙে যাচ্ছে। আর প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সচেতন শিক্ষকরা ভিসির এ শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদ করলে তাদের ওপর শুরু হয় নানা ধরনের মানসিক নির্যাতন। এ ধরনের মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক শিক্ষক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে গেছেন। এছাড়াও অনেকে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক পাস করা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পে প্রথম বর্ষে বিভিন্ন বিভাগে মোট সাড়ে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কথা থাকলেও বর্তমান জাতীয়তাবাদী প্রশাসন পর্যায়ক্রমে ছাত্রসংখ্যা কমিয়ে এ বছর (২০০৭-২০০৮) ২২শ' ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ নিয়ে অভিভাবক ও ছাত্র, শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঢাকা শহর ও পাশের অন্যান্য অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের

জগন্নাথ : পৃঃ ১১ কঃ ১

জগন্নাথ : ভার্সিটি হয়েছে

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অব্যাহত ভর্তির চাপ কমানো। এই উদ্দেশ্যেই জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। একই সঙ্গে একাডেমিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক কর্মকাণ্ড যেমন লাইব্রেরি ও লাইব্রেরির উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস, বই-পুস্তক, জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়।

সূত্র জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন যাত্রা শুরুতে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে নিয়ম অনুযায়ী ২০টি বিভাগে অনার্স কোর্সে সাড়ে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি না করে রহস্যজনক কারণে সাড়ে ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। ২০০৬-০৭ শিক্ষা বর্ষে ২টি নতুন বিভাগসহ (মার্কেটিং ও ফাইন্যান্স) মোট ২২টি বিভাগে প্রায় ২৬শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরা এ সংকোচন নীতির প্রতিবাদ করলে ভিসি তাদের নানাভাবে হুমকি দিতেন। ভিসির দাপটে সাধারণ শিক্ষকদের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যেত। এ বছর (২০০৭-০৮) শিক্ষা বর্ষে আবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি বিভাগে মোট ২২শ' ৫৫ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ নিয়ে ভার্সিটি জগন্নাথ প্রশাসন, এবং শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে ভিসি ও ট্রেজারার ভর্তির আসনসংখ্যা কমানোর জন্য একাডেমিক কাউন্সিলে প্রভাব বিস্তার করেন।

সূত্র জানায়, এ ভার্সিটিতে বেশিরভাগ শিক্ষক বিলুপ্ত জগন্নাথ কলেজের। তারা এখন প্রেষণে শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভিসির দাপটে তারা কোণঠাসা। তাই তারা ভিসির শিক্ষা সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কথা বলার সাহস পান না। শিক্ষক-ছাত্র ও অভিভাবকদের দাবি- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তির আসন বহাল রেখে নতুন নতুন বিভাগ চালু করলে শত শত ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে। নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা ইনস্টিটিউট চালু করা হলে অনেক ছাত্র তাদের পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষা গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

সূত্র জানায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যথেষ্ট পরিমাণ জমি না থাকায় ঢাকার অদূরে কেরানীগঞ্জ/কামরাঙ্গীরচরে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আবাসনের জন্য জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত হলেও আজ পর্যন্ত কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০০৭ ডিসেম্বর মাসে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অথচ আজ পর্যন্ত কর্মচারীদের আবাসনের ব্যাপারে তেমন কোন উদ্যোগ নেই বললেই চলে। অভিযোগ রয়েছে ভার্সিটির জাতীয়তাবাদী প্রশাসনের অদক্ষতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।